যোহনের প্রশ্ন ও যীশুর উত্তর

(John's Question & Jesus' Answer)

লূক ৭ অধ্যায় ১৮-৩৫ পদ

লূক ১:৩৬ পদে গাব্রিয়েল দূত কুমারী মরিয়মের গর্ভে যীশু জন্মের পূর্বভাষের বিষয় নিশ্চয়তা দেবার জন্য মরিয়মকে যাজক শখরিয়র বৃদ্ধা স্ত্রী ইলীশাবেৎ-এর গর্ভবতী হবার কথা বলেছিল, *"তোমার জ্ঞাতি (আত্মীয়া) যে ইলীশাবেৎ, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন, লোকে তাঁকে বন্ধ্যা বলত, এই তাঁর ষষ্ঠ মাস।"* হ্যাঁ, মরিয়ম ইলীশাবেৎ-এর আত্মীয়া হওয়ায়, মরিয়মের গর্ভজাত যীশু এবং ইলীশাবেৎ-এর গর্ভজাত যোহন বাপ্তাইজক পরস্পরের সঙ্গে মাসতুতো ভাই সম্পর্কে সম্পর্কীত ছিলেন এবং যোহন বাপ্তাইজক যীশুর থেকে ৬ মাসের বড়ো ছিলেন।

লূক **১ অধ্যায়ে** আমরা এই যোহন বাপ্তাইজকের জন্মের কথা এবং **৩ অধ্যায়ে** আমরা তার পরিচর্যা কাজ, তথা প্রান্তরে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের বিষয় ঘোষণা এবং যর্দন নদীতে মন-পরিবর্তনের চিহ্ন হিসাবে লোকদের বাপ্তাইজিত করতে দেখেছি। তার নির্ভিক এবং আপোষহীন প্রচার শুনে মুগ্ধ হয়ে অনেক মানুষ তার কাছে বাপ্তাইজিত হতে এসেছিল। আবার, ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (পাপী মানুষের প্রতিনিধি হয়ে) যীশুও যোহন বাপ্তাইজকের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন (৩:২১)। এই সময় যোহন বাপ্তাইজক যীশুর বিষয় নিজের শিষ্যদের কাছে এই সাক্ষ্য দেন, *"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান . . . তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের কাছে প্রকাশিত হন, এইজন্য আমি এসে জলে বাপ্তাইজিত করছি। . . . কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তাইজিত করতে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাকে বললেন, যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে অবস্থিতি করতে দেখবে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজ করেন। আর আমি দেখেছি, ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র"* (যোহন ১:২৯-৩৪)। যোহনের দ্বারা বাপ্তাইজিত হবার পর যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যার কাজ শুরু করেন। এই সময় আমরা দেখতে পাই, যোহন বাপ্তাইজকের শিষ্যরা এক এক করে যোহনকে ছেড়ে যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করে এবং যোহন সেই কাজে তাদের উৎসাহিত করেন। কারণ যোহন তাদের কাছে সত্য স্বীকার করে বলেছেন, *"আমি সেই খ্রীস্ট নই, কিন্তু তাঁর আগে প্রেরিত হয়েছি। যে ব্যক্তি কন্যাকে পেয়েছে, সে বর; কিন্তু বরের বন্ধু যে দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে, সে বরের রবে অতিশয় আনন্দিত হয়; অতএব আমার এই আনন্দ পূর্ণ হল। তাঁকে বৃদ্ধি পেতে হবে, কিন্তু আমাকে হ্রাস পেতে হবে"* (যোহন ৩:২৮-৩০)।

এরপর, যোহন বাপ্তাইজক গালীল ও পেরেরা অঞ্চলের রাজা (টেট্রার্চ) হেরোদ আন্তিপাসের দ্বারা জেলবন্দি হন। কারণ নির্ভিক ও আপোষহীন যোহন সর্বসমক্ষে রাজার অনৈতিক আচরণের সমালোচনা করে রাজাকে বলেছিলেন, *"নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী, হেরোদিয়াকে বিবাহ করা আপনার বিধেয় নয়"* (মথি ১৪:৩-৫; মার্ক ৬:১৭-১৮)। জেলবন্দি হয়েও যোহন কিন্তু তার শিষ্যদের মাধ্যমে যীশুর পরিচর্যার বিষয় খোঁজ খবর রেখেছিলেন (মথি ১১:২, লূক ৭:১৮)। এখন জেলবন্দি হয়ে এইভাবে ৬-৮ মাস থাকার পর, যোহনের মনে যে সন্দেহ বাসা বাঁধে, তা হল, যীশু কি সত্যই প্রতিজ্ঞাত মশীহ, না কি অন্য কারুর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেই সন্দেহের অবসান করতে জেলবন্দি যোহন তাঁর শিষ্যদের সরাসরি যীশুর কাছে পাঠান। যোহনের প্রশ্ন নিয়ে তাদের যীশুর কাছে আগমন ও যীশুর উত্তর, এবং যোহনের বিষয় যীশুর সাক্ষ্যই হল আজকের শাস্ত্রাংশ, তথা লূক ৭:১৮-৩৫ পদের বিষয়বস্তু। লূকের সুসমাচারে এই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করার দ্বারা যীশুর ঐশ্বরিক সত্তার ক্রমশ প্রকাশ ঘটেছে। কারণ, যে যোহন বাপ্তাইজক হলেন যীশুর পৃথিবীতে আগমনের অগ্রদূত, তাঁর বিষয় যীশু বলেছেন, *"ভাববাদী থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি"* (২৬ পদ), *"স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন বাপ্তাইজকের থেকে মহান কেউ নেই"* (২৮ পদ)। যোহন বাপ্তাইজকের যদি এই পরিচয় হয়, তাহলে, তিনি যাঁর অগ্রদূত, তিনি কত মহান! তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের পুত্র, প্রতিজ্ঞাত মশীহ! আর তাই যীশু যোহনকে এমন কথা বলতে বলেছেন, *"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কারণ না পায়'' (২৩ পদ)।

আজ আমরা এই শাস্ত্রাংশ থেকে **যীশুর পার্থিব পরিচর্যা, যোহন বাপ্তাইজকের পরিচয়** ও **অবিশ্বাসীদের আচরণ** সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ক। যীশুর পার্থিব পরিচর্যা (১৮-২৩ পদ): ১৮ পদে বলা হয়েছে, *''আর যোহনের শিষ্যরা তাঁকে (যোহনকে) এই সকল বিষয়ের সংবাদ দিল।''* এই কথার অর্থ, যোহনের কাছ থেকে বাপ্তাইজিত হবার পর যীশু যে সমস্ত পরিচর্যা কাজ করে চলেছেন, তাদের বিষয় জেলবন্দি যোহনকে তারা খবর দিয়েছে। অর্থাৎ, যীশু বিভিন্ন অসুস্থদের সুস্থ করছেন (৪:৪০), ভূতগ্রস্তকে সুস্থ করছেন (৪:৪১), বিশাল জনতার কাছে সুসমাচার প্রচার করছেন (৫:১৭), লেবির ন্যায় করগ্রাহীর ঘরে ভোজন করছেন (৫:২৯), রোমীয় শতপতির দাসকে দূর থেকে সুস্থ করেছেন (৭:১-১০), এমনকী মৃতকে পর্যন্ত জীবিত করেছেন (৭:১১-১৭)।

কিন্তু যোহন এখনও জেলবন্দি। যে মানুষটি চিরকাল প্রান্তরে কাটিয়েছে, তাঁর পক্ষে এইভাবে জেলবন্দি হয়ে থাকাটা কতখানি কষ্টকর, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। এত মাস ধরে চরম শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা যোহনকে চিন্তিত করেছে। একদিকে ইহুদি ধর্মীয় নেতারা যেমন তাঁকে জেল থেকে ছাড়াতে মধ্যস্থতার কোনও চেষ্টা করেনি, অন্যদিকে, যীশুও এ বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে কিছু করেননি। এখন, যিশাইয় ৬১:১ পদে, মশীহের আগমন ও কাজকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *''যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি।''* নিজের এমন পরিস্থিতিতে যোহন সহজেই চিন্তা করেছিল, যীশু যদি মশীহ হন, তাহলে তাঁর কি উচিৎ নয়, যোহনের মতো বন্দিকে মুক্ত করা। আর তাই, যীশু সত্যিই খ্রীস্ট কি না, এই সন্দেহ যোহনের মনে উঁকি মেরেছে। এটা নতুন বা অসম্ভব কিছু নয় যে আধ্যাত্মিক নেতারা অনেক সময় সন্দেহ বা অনিশ্চয়তায় ভুগেছেন। আমরা এমন অভিজ্ঞতা মোশি (গণনা ১১:১০-১৫), এলিয় ভাববাদী (১রাজা ১৯), এবং যিরমিয়র (যিরমিয় ২০:১৪-১৮) জীবনে দেখতে পাই।

যোহন তাঁর **সন্দেহের** অবসান করতে যীশুর কাছে তার দুইজন শিষ্যকে এই প্রশ্ন করতে পাঠিয়েছে, *''যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?''* যোহনের এই সন্দেহকে যেন আমরা **অবিশ্বাস** বলে ভুল না করি। কারণ **সন্দেহ** হল মনের সঙ্গে যুক্ত, যখন আমরা ঈশ্বরের কাজ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হই, তখন আমরা সন্দেহ করে থাকি। কিন্তু **অবিশ্বাস** হল ইচ্ছার সঙ্গে সম্পর্কীত, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য বা ইচ্ছা জেনেও, তা বিশ্বাস করতে বা পালন করতে চাই না। তাই, সন্দেহ হল একজন মানুষের চিন্তার প্রকাশ।

যোহনকে আমরা এই ভাবে প্রচার করতে দেখেছি, *''হে সর্পের বংশেরা, আগামী কোপ থেকে পলায়ন করতে তোমাদের কে চেতনা দিল? অতএব মনপরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও''* (লূক ৩:৭-৮)। আবার, তিনি যাঁর অগ্রদূত ছিলেন, সেই খ্রীস্টের পরিচর্যা সম্বন্ধে যোহনের যে উপলব্ধি ছিল, তা হল, *''তাঁর কুলা তাঁর হাতে আছে, তিনি নিজের খামার সুপরিষ্কৃত করবেন, ও গম নিজের গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ অগ্নিতে পুড়িয়ে দেবেন''* (৩:১৭)। এখন নিজের শিষ্যদের কাছ থেকে যোহন বাপ্তাইজক যীশুর বিষয় যে সমস্ত খবর পেয়েছে, তাতে গমকে নিজের গোলায় সংগ্রহ করার (অনুতাপীদের পরিত্রাণ) যথেষ্ট নিদর্শন থাকলেও, তুষকে আগুনে পোড়াবার, তথা যারা অনুতাপ করবে না, তাদের বিচারের কোনও খবর যোহন পাননি। কিন্তু যোহনের প্রচারে যোহন এই বিষয়টির উপরই বেশি জোর দিয়েছিলেন। তাই, যীশু সেই খ্রীস্ট কি না, সে বিষয়ে যোহনের মনে সন্দেহ জেগেছিল।

যীশু কিন্তু তাদের মুখে যোহনের সেই প্রশ্ন শুনে, তাদের ভর্ৎসনা করেননি কিংবা ঈশতত্ত্ব বা ভাববণীর উপর লম্বা লেক্চার দেননি। পরিবর্তে তিনি তাঁর দ্বারা সাধিত বিভিন্ন অলৌকিক কাজ দেখতে তিনি তাদের আহ্বান করেছেন। সেই সমস্ত কাজের দ্বারা তিনি রাজনৈতিক রাজ্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের শুভ সূচনা করেছেন। এরপর তিনি তাদের বলেছেন, *''তোমরা যাও, যা দেখলে ও শুনলে, তার সংবাদ যোহনকে দাও, অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, খঞ্জেরা চলছে, কুষ্ঠীরা শুচিকৃত হচ্ছে, বধিরেরা শুনছে, মৃতরা উত্থাপিত হচ্ছে, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে; আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাতে বিঘ্নের কারণ না পায়''* (২২-২৩ পদ)। অর্থাৎ, যিশাইয় ৩৫:৫-৬ এবং ৬১:১-২ পদে মশীহের আগমনের দ্বারা যে সমস্ত কাজ সাধিত হবার কথা বলা হয়েছিল, যীশু তা সাধন করে চলেছেন। আর তাই

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তাঁর কাজের দ্বারা যীশু প্রমাণ করেছেন যে তিনিই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীস্ট। আজকের দিনে, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা মণ্ডলীর সমালোচনা করতে ভালোবাসেন। তাদের এই সমালোচনার কারণ, সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানের দ্বারা জগতের পরিবর্তনে মণ্ডলী ব্যর্থ। এখন, আমাদের মনে রাখতে হবে, এক একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তনের দ্বারা ঈশ্বর জগতের পরিবর্তন করে থাকেন। মণ্ডলীর মুখ্য কাজ হল, পতিত হারিয়ে যাওয়া পাপীদের খ্রীস্টের কাছে আনয়ন। সুসমাচার প্রচারই মণ্ডলীর প্রধান দায়িত্ব। অন্য সমস্ত দায়িত্ব গৌণ।

কিন্তু খ্রীস্টের দ্বারা যে বিচার সাধিত হবার কথা, তার কী হল? যোহন যদিও ভেবেছিল খ্রীস্টের প্রথম আগমনেই একাধারে পরিত্রাণ ও বিচার সাধিত হবে; কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয়। বিচার কাজও খ্রীস্টের দ্বারাই সাধিত হবে, ঠিক কথা; কিন্তু তাঁর প্রথম আগমনের দ্বারা নয়, তা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা সাধিত হবে। এই বিষয়টিই যোহন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, আর তাই তিনি এমন সন্দেহ পোষন করেছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, খ্রীস্ট যোহনের চিন্তানুসারে কাজ করেন না, তিনি তাঁর পিতার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করেন, তাই তিনি সঠিক কাজ, সঠিক পদ্ধতিতে এবং সঠিক সময়ে করে থাকেন। আর তাই তিনি খ্রীস্ট, তথা ঈশ্বরের পুত্র, স্বয়ং ঈশ্বর।

খ। যোহন বাপ্তাইজকের পরিচয় (২৪-৩০): ২৪-৩০ পদে, যীশু উত্তরের আশা না করে উপস্থিত লোকদের কাছে একাধিক প্রশ্ন করেছেন *(rhetorical question)*। এই সমস্ত প্রশ্ন এবং নিজের দ্বারা তাদের উত্তর দানের দ্বারা যীশু যোহন বাপ্তাইজকের মহত্বকে লোকদের কাছে তুলে ধরেছেন। যোহনের দুইজন শিষ্য ফিরে গেলে পর, যীশু উপস্থিত লোকদের কাছে যোহনের পরিচর্যার প্রশংসা করলেন।

২৪-২৬ পদে, যীশু যোহনের বিষয় যে কয়টি রেটোরিকাল প্রশ্ন করেছেন, তা হল, *"তোমরা প্রান্তরে কী দেখতে গেছিলে? [১]কি বায়ুকম্পিত নল? [২]কি কোমল বস্ত্র পরিহিত কোনও ব্যক্তিকে? দেখ, যাঁরা জাঁকাল পোষাক পরে এবং সুখভোগে কাল যাপন করে, তারা রাজবাটিতে থাকে। তবে কী দেখতে গেছিলে? [৩]কি একজন ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, ভাববাদী থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে।"* ১ম প্রশ্নবোধক উক্তির দ্বারা যীশু যোহনকে এমন ব্যক্তি হিসাবে তুলে ধরেছেন, যিনি মানুষের বিবৃতি কিংবা প্রভাবের দ্বারা ইতস্তত বা বিচলিত হন না। প্রান্তরে যখন বাতাস বয়, তখন নলগাছগুলি (এক ধরনের কাশ ফুলের ন্যায় গাছ) আন্দোলিত হয়। কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক তাদের মতো নন, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যোহন আপোষহীন সংগ্রামের দ্বারা, তাঁর জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পালন করেছেন। ইফিষীয় ৪:১৪ পদে, প্রেরিতশিষ্য পৌল বিশ্বাসীদের এমন কথা বলেছেন, *"যেন আমরা আর বালক না থাকি, মানুষের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির চাতুরীক্রমে তরঙ্গাহত এবং যে সে শিক্ষাবায়ুতে ইতস্তত পরিচালিত না হই।"* কিন্তু যীশুর এই কথা যোহনের প্রতি কীভাবে প্রযোজ্য? কারণ, তিনি তো যীশু সত্যই খ্রীস্ট কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। যীশুর বিষয় যোহনের প্রশ্ন তাঁর চঞ্চল হৃদয়ের প্রকাশ নয়, কিন্তু যীশুর পরিচর্যা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর অসন্তোষ এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা উপলব্ধিতে তাঁর ব্যর্থতার বাহ্যিক প্রকাশ। আবার, ২য় প্রশ্নবোধক উক্তির দ্বারা, যোহনের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসবহুলতা অস্বীকারের বিষয়কে যীশু নির্দেশ করেছেন। যোহন তাঁর মন-পরিবর্তনের প্রচারকে আরও জোরালো করতে এমন জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। আবার ৩য় প্রশ্নবোধক উক্তির দ্বারা যীশু যোহনকে শ্রেষ্ঠ ভাববাদী হিসাবে প্রকাশ করেছেন। ভাববাদী হিসাবে মশীহের আগমন সম্বন্ধে কেবল ভাববাণী বলা নয়, তিনি নিজের চোখে তাঁকে দেখেছেন, অন্যদের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকর্ষিত করেছেন এবং প্রচার ও বাপ্তিস্মদানের দ্বারা লোকদেরকে মশীহের আগমনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তাই, যীশু মালাখি ৩:১ পদ উদ্ধৃত করে যোহনের পরিচর্যাকে বর্ণনা করে বলেছেন, *"ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর বিষয় লেখা আছে, 'দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার আগে প্রেরণ করব, সে তোমার আগে তোমার পথ প্রস্তুত করবে'"* (২৭ পদ)।

এরপর যীশু যোহনের বিষয় একটি বিস্ময়কর বিবৃতি দিয়েছেন, *"আমি তোমাদের বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহনের থেকে মহান কেউই নেই"* (২৮ক)। কেন যোহনের থেকে মহান কেউ নেই? কারণ, পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরা খ্রীস্টের অস্পষ্ট আকার দেখেছিল ও ঘোষণা করেছিল, তারা মশীহের জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু সম্বন্ধে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল মাত্র; কিন্তু যোহন বাপ্তাইজক নিজে তাঁকে জানতেন, তাঁকে দেখেছেন, এবং তাঁকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বাপ্তাইজিত পর্যন্ত করেছেন। তাই যোহন ভাববাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যীশু আরও বলেছেন, ***"তথাপি ঈশ্বরের রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি, সে তাঁর থেকেও মহান"*** (২৮খ)। যদিও যোহন পুরাতন চুক্তির সর্বশেষ বার্তাবাহক, তাদের মধ্যে খ্রীস্টের সব থেকে নিকটবর্তী; তথাপি তিনি নতুন চুক্তির ক্ষুদ্রতম ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষুদ্র। যোহন মশীহের আগমনের প্রস্তুতি যুগের অন্তর্গত; তিনি তখনও জানতেন না যে যীশুকে ক্রুশারোপিত হতে হবে, তিনি পুনরুত্থিত হবেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাসীদের হৃদয়ে বসবাস করবেন। খ্রীস্টের আত্মবলিদানের মৃত্যুর পূর্বের সমস্ত বিশ্বাসীদের ন্যায় যোহনও যদিও যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা অর্জিত মুক্তি ও আশীর্বাদ ভোগ করেন, তথাপি ঐশ্বরিক প্রকাশের ইতিহাসে, তিনি প্রস্তুতি যুগের অন্তর্গত। আর তাই, নতুন যুগ, তথা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা স্থাপিত নতুন যুগের ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিও যোহনের থেকে মহান।

কিন্তু যীশুর এই কথার প্রতি দুই ধরণের প্রতিক্রিয়ার কথা লূক লিখেছে। সাধারণ মানুষ, যারা যোহনের দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছিল, তারা যীশুর কথা শুনে, ঈশ্বরকে ধর্মময় বলে স্বীকার করল (২৯ পদ)। এর অর্থ, তারা স্বীকার করল, ঈশ্বরের সামনে তারা অপরাধী এবং কেবল মুখে নয়, কিন্তু বাপ্তিস্ম গ্রহণের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে পাপস্বীকার ও সত্য অনুতাপের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ফরীশী ও বিধান-বিশেষজ্ঞরা যোহনের বাপ্তিস্মকে অস্বীকার করার কারণে ঈশ্বরের মন্ত্রণাকে বর্জন করল (৩০ পদ, ১৬:১৫)। আজও সেই একই ছবি আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। একদল তাঁকে স্বীকার করে, অন্যরা তাঁকে বর্জন করে।

গ। অবিশ্বাসীদের আচরণ (৩১-৩৫ পদ): ৩১ পদে যীশু আরও একটি প্রশ্ন করেছেন, ***"আমি কার সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা দেব? তারা কীসের ন্যায়?"*** সেই সময়কার শিশুরা আমাদের শিশুদের ন্যায় বিভিন্ন **ভান করার খেলা** *(make-believe games)* খেলত। তখনকার দিনে তাদের দুটি সাধারণ খেলা ছিল বিবাহ-উৎসব ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। একদল শিশু বিবাহ-উৎসবের বিভিন্ন চরিত্রের (বর, কনে, পিতা-মাতা, বন্ধু, ভোজ, ইত্যাদি) অভিনয় করত, তারা বাঁশি বাজাত, নাচ করত। অন্য শিশুরা একজনের মৃত্যুতে শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের ভূমিকায় শবযাত্রার অভিনয় করত, তারা বিলাপ করত। ৩২ পদে আমরা দেখতে পাই, সেই শিশুরা খুটিনাটি বা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। একদল যখন বিবাহ-উৎসবের অভিনয় করতে চাইছে, তখন অন্যদল শবযাত্রার। এর দ্বারা তারা একে অন্যের খেলাকে অস্বীকার করেছে।

যীশু এই দৃষ্টান্তকে নিজের ও যোহনের প্রতি প্রয়োগ করেছেন। একদিকে, যোহনের বিষয় যীশু বলেছেন, ***"যোহন বাপ্তাইজক এসে রুটি খান না, দ্রাক্ষারসও পান করেন না, আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত"*** (৩৩ পদ)। আবার যীশু নিজের বিষয় বলেছেন, ***"মনুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মদ্যপায়ী, করগ্রাহী ও পাপীদের বন্ধু"*** (৩৪ পদ)। তারা যোহন ও যীশু, উভয়কেই বর্জন করেছে। তারা খুঁটিনাটি, গুরুত্বহীন বিষয়কে বড়ো করে দেখেছে, প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করেছে। এর দ্বারা যীশু স্বেচ্ছাচারী এই জগতের লোকদের সম্বন্ধে বলেছেন– তারা যে কী চায়, তা তারা নিজেরাই জানে না, তাই তাদের যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা অসন্তুষ্ট।

আজও একই ছবি আমরা দেখতে পাই, মণ্ডলী যদি পাপ, বিচার, শাস্তি, ও নরকের কথা বলে, তারা তাদের রক্ষনশীল বলে ব্যঙ্গ করে। আবার, অনুগ্রহ, ক্ষমা, আনন্দ, আশার কথা বললে তারা মণ্ডলীকে আধুনিক, ঘরোয়া বলে সমালোচনা করে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যোহন ও যীশুকে দুটি ভিন্ন ভঙ্গিমায় একই সুসমাচার প্রচার করতে ঈশ্বর ব্যবহার করেছেন। আজও ঈশ্বর বিভিন্ন উপায়কে ব্যবহার করে এক একজনকে পরিবর্তিত করে চলেছেন। কিন্তু এই যুগের লোকরা বা ইহুদি নেতারা যে মনোভাব বা আচরণ প্রদর্শণ করুক না কেন, ***"প্রজ্ঞা নিজের সকল সন্তান দ্বারা নির্দোষ বলে গণিত হবেন"*** (৩৫ পদ)। অর্থাৎ, যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে ও তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর সেই প্রজ্ঞাকে গ্রহণ করে ও সমাদর করে, যে প্রজ্ঞা অনুতাপের বাণী প্রচারকারী যোহনের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে; এবং বিশেষত, ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীস্টে নিখুঁতভাবে, চরম মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে।

জগত যখন বাইবেলের শিক্ষানুসারে বিশ্বাসীর জীবন যাত্রার সমালোচনা করে, তখন বিশ্বাসী আমাদের আশাহত হবার কোনও প্রয়োজন নেই, আপোষ করারও কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, আমরা আরও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই জীবন যাপন করব। তাঁর কাছে শক্তি ভিক্ষা করব, তাঁর গৌরবার্থে জীবন যাপন করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com